

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ৫, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৫ মে, ২০১৩/২২ বৈশাখ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৩ মে, ২০১৩ (২০ বৈশাখ, ১৪২০) তারিখে
রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা
যাইতেছে :—

২০১৩ সনের ২০ নং আইন

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর
সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ প্ররূপকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের
১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন)
আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(২৮৩৭)

মূল্য : টাকা ১২.০০

২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—অপিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঘঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ঘঘ) “কমিটি” অর্থ ধারা ৯খ, ৯খ এবং ৯গ এর অধীন গঠিত যথাক্রমে জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি;”;

(খ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

(ছ) “ডিক্রী” অর্থ ধারা ১০(৮), ধারা ১৮(৬) এবং ধারা ২০ক এর অধীনে যথাক্রমে ট্রাইবুনাল, আপীল ট্রাইবুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রী;”;

(গ) দফা (ঠ) এরপর নিম্নরূপ নৃতন দফা (ঠঠ) সন্নির্বেশিত হইবে, যথা :—

“(ঠঠ) “বিশেষ আপীল ট্রাইবুনাল” অর্থ ধারা ২০ক এর অধীন গঠিত বিশেষ আপীল ট্রাইবুনাল;”; এবং

চতুর্থ (০৬৪৬ খান্দ র ০৮) ৩০০৬ মু ৩০ চীন্টাত ভাণ্ডালিনি ভট্টাচ কল্পক নামংসং

(ঘ) দফা (দ) এরপর নিম্নরূপ নৃতন দফা (ধ) সংযোজিত হইবে, যথা :—
চতুর্থ চতুর্থ

“(ধ) “সরকার” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়, অর্থে ধারা ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০ক এর ক্ষেত্রে সরকার অর্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিধায়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগকে বুঝাইবে।”।

চতুর্থ চতুর্থ (চতুর্থ গু ৬৫ খান্দ ১০০৬) ১০০৬ চতুর্থ চতুর্থ চৌম্বক ভাণ্ডাল

৩। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

চতুর্থ (০৬৬) অপিত সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ।—এই আইনের অধীন অবরুদ্ধ বা প্রত্যর্পণ সম্পত্তি হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি অপিত সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না এবং উক্তরূপ বিক্রয়, দান, অন্যবিধ হস্তান্তর বা বন্ধক বাতিল ও ফলবিহীন হইবে।”।

(চতুর্থ ১। ২০১১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১। এর) সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১। এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নৃতন উপ-ধারা (১ক) সন্নির্বেশিত হইবে, যথা চতুর্থ চতুর্থ (০৬৬) ৩০০৬ চতুর্থ

“(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন অপিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, জনস্বার্থে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অপিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করিবে।”

চার্জিভাসী ৫৪/২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ক এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৯ক এর ১০৩ অন্যান্য পদ্ধতি ক্যাম্পাস স্টুডেন্ট কলেজিয়েল কলেজিয়েল কাস্টম্যান-সৈয়দাচ পীটিফ

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ মুনতন উপ-ধারা (১ক) সন্তুরেশিত হইবে, যথা :—

চাক নামও ভাস্তু (১ক) উপ-ধারা (৪ক) অধীন আবেদন দায়ের করার সময়সীমা অতিক্রম হওয়া (ঠাই) ০৬ তারিখ পাঠে এই আইন কীর্তন হইবার পর ০৮ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ক্ষেত্রকালীন ক্ষেত্রব্যতীত শহীদেলা কমিটিতে আবেদন দায়ের করা যাইবে।” মুলি
চ্যানেল ভাস্তুক চ্যানেল চ্যানেল চ্যানেল

(খ) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ পাঁচটি উপ-ধারা যথাক্রমে নামও ভাস্তু নীচে দেখাওয়া হলো (ঠাই) ০৬ তারিখ ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্র ভাস্তু প্রচারণ
(৩), (৪), (৫), (৬) ও (৬ক) প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, যথা :—

চ্যানেল ভাস্তু নীচে দেখাওয়া ক্ষেত্র পাঠে পুরো নীচে দেখাওয়া ক্ষেত্র ক্ষেত্র ভাস্তু ক্ষেত্র
ক্ষেত্রব্যতীত শহীদেলা কমিটি এবং উহাতে নিম্নরূপ বিষয়াদি থাকিবে :—

চ্যানেল ভাস্তু নীচে দেখাওয়া ক্ষেত্র

(ক) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ (যদি থাকে) এর দাবী এবং
চ্যানেল ভাস্তু নীচে দেখাওয়া ক্ষেত্র ভাস্তু নীচে দেখাওয়া (ঠাই-৩০ চ্যানেল
সরকারের বক্তব্য (যদি থাকে), এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ;
চ্যানেল ভাস্তু নীচে দেখাওয়া ভাস্তু নীচে দেখাওয়া চাচা

চাচা (ঠাই) ০৬ ক্ষেত্র ভাস্তু নীচে দেখাওয়া ক্ষেত্র ভাস্তু নীচে দেখাওয়া পাঠে পুরো নীচে দেখাওয়া
নীচে দেখাওয়া প্রকাশিত তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত; চ্যানেল ভাস্তু নীচে দেখাওয়া
ক্ষেত্রব্যতীত ভাস্তু নীচে দেখাওয়া নীচে দেখাওয়া প্রকাশিত তৎসম্পর্কে
(গ) আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেশ করা হইয়াছে কিনা ;

—: পাঠ চ্যানেল ভাস্তু নীচে দেখাওয়া আবেদনকারী দাবীকৃত সম্পত্তির মালিক কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত ;

নাশিভাসী ভাস্তু নীচে দেখাওয়া আবেদনকারী এবং দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায়
ক্ষেত্র চ্যানেল ভাস্তু নীচে দেখাওয়া অন্তর্ভুক্ত মালিক (Bangladesh Citizen Citizenship (Temporary
Provisions) Order, 1972 (P. O. No. 149 of 1972) অনুসারে
এক নামচ্যাত প্রয়োগ করার প্রতীক নামচ্যাত প্রতীক নামচ্যাত নামচ্যাত নামচ্যাত নামচ্যাত নামচ্যাত ;
ক্ষেত্র নীচে দেখাওয়া (ভাস্তু) ০০৩ ক্ষেত্র নীচে দেখাওয়া ক্ষেত্র নীচে দেখাওয়া ক্ষেত্র নীচে দেখাওয়া

(চ) দফা (ক) হইতে (৬) তে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে উপস্থাপিত
সাক্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্বেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তের কারণ;

—: পাঠ পাঠ নামচ্যাত ক্ষেত্র— নামচ্যাত নামচ্যাত পাঠ পাঠ পাঠ পাঠ ০০৯। ৬

(ঘ) সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্বলিত আদেশ। পাঠ নামচ্যাত (৮) নামচ্যাত (৮)

ক্ষেত্র নামচ্যাত পাঠ (৮) উপ-ধারা (২) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংস্কৃত যে কোন
নামচ্যাত ভক্তচর্যান পক্ষে অনধিক ভত (ষষ্ঠি) দিনের মধ্যে বিভাগীয় বিভাগিত নিয়কট আপীল দায়ের
ক্ষেত্র (চতুর্থ) ক্ষেত্র করিতে পারিবেন। পাঠ নামচ্যাত নামচ্যাত পাঠ নামচ্যাত নামচ্যাত নামচ্যাত

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাণ্ত আপীল আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কমিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির মাধ্যমে ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, বিভাগীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তদসম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিভাগীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে এবং তদসম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(৬ক) বিভাগীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংকুল যে কোন পক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।"; এবং

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৭) এই ধারায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত বিভাগীয় কমিটি কোন আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপীল নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে, উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, আবেদনের সংখ্যা, অনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপীল নিষ্পত্তির সময়সীমা অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।"

৬। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ৯৬ ধারার সংশোধন —উক্ত আইনের ধারা ৯৬ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকালে সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন জেলায় দায়েরকৃত আবেদনের সংখ্যা বিবেচনাক্রমে, প্রয়োজন অনুযায়ী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর

সমর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোন কর্মকর্তাকে সভাপতি করে উক্ত জেলায় কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, আইনজীবী ও ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত অতিরিক্ত এক বা একাধিক কমিটি গঠন বা পুনর্গঠন করিবে পারিবে।”।

৭। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯৬খ এর সংযোজন।—উক্ত আইনের ধারা ৯৬ এর পর নিম্নরূপ একটি নৃতন ধারা ৯৬খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“৯৬খ। বিভাগীয় কমিটি।—নিম্নর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

- (ক) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজ্য), যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার;
- (গ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন আইনজীবী;
- (ঘ) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ০১(এক) জন স্থানীয় সমাজসেবক; এবং
- (ঙ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী কমিশনার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।”।

৮। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯৬ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ চারটি নৃতন উপ-ধারা যথাক্রমে (৩), (৪), (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

“(৩) ধারা ৯৬ এর উপ-ধারা (৬ক) অনুযায়ী দায়েরকৃত আপীল আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর কেন্দ্রীয় কমিটি উহা যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির মাধ্যমে ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, কেন্দ্রীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তৎসম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০(ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে এবং তদসম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

চাপীশ্বর প্রাথমিক উপ-ধারা (৩) এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে নামপারিলে কেন্দ্রীয় চাপ-৩ট ক্রমিটি সৈরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সৈরকার, জিনপার্থে, আবেদনের সংখ্যা, ত্যুচ্ছ নথি আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলি ইত্যাদি রিভেচনার্স মেইডেল নিষ্পত্তির সময়সীমা অনধিক ৩০০ (তিনিশত) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

। ”। চূচীৰ

চতুর্থ চাপ (৫) এই আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় ক্রমিটির নিকট দাখিলকৃত অনিষ্পত্তি আপীল আবেদনসমূহ অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ক্রমিটির নিকট নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

চতুর্থ চতুর্থ চাপ (৫) এই আইন কার্যকর হওয়ার চাপ্যাক্ষর ত্যুচ্ছ নথি— চীমিক প্রাণিভূমি। । পঞ্চম

(৬) কেন্দ্রীয় ক্রমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।” —: ১৪৪

চতুর্থ চতুর্থ চাপ (৫) এই আইনের ধারা ৯৪ এর প্রতিস্থাপন— উক্ত আইনের ধারা ৯৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :— চাপ্যাক্ষর চাপ্যাক্ষর নিভু-৩ট (৫)

চাপ্যাক্ষর চাপ (৫) “৯৪। ক্রমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।— ক্রমিটি কৃতকৃ প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বা আপীলের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আপীল দায়ের না হওলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট ১৫ট ক্রমিটি সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।” চীমিক প্রাণিভূমি। (৫)

চাপ্যাক্ষর চাপ (৫) এই আইনের ধারা ১০ এর প্রতিস্থাপন— উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—
। ”। চতুর্থ চতুর্থ চাপ্যাক্ষর নথি

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নৃতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিরবেশিত হইবে, যথা :—
চতুর্থ চাপ চাপ্যাক্ষর চতুর্থ চাপ্যাক্ষর চতুর্থ চাপ (৫) এই আইনের ধারা ১০ এর
চতুর্থ চাপ (৫) “(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দীর্ঘের করার্বৰী সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া
সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত
চতুর্থ চাপ্যাক্ষর চাপ্যাক্ষর চতুর্থ চাপ্যাক্ষর চতুর্থ চাপ (৫) এই আইনের ধারা ১০ এর
চতুর্থ চাপ (৫) এর অধীন আবেদন দীর্ঘের করার্বৰী সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া
সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত
চতুর্থ চাপ্যাক্ষর চাপ্যাক্ষর চতুর্থ চাপ (৫) এর অধীন আবেদন দীর্ঘের করার্বৰী সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া
সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত

(অ) প্রথম শর্তাংশের “এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে”
শাস্ত্রান্তর চাপ্যাক্ষর চাপ (৫) এই আইনের ধারা ১০ এর প্রতিস্থাপন— উক্ত চতুর্থ চাপ (৫)
শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং
চতুর্থ চাপ্যাক্ষর চাপ (৫) এই আইনের ধারা ১০ এর প্রতিস্থাপন— উক্ত চতুর্থ চাপ (৫)

। ন চতুর্থ চাপ নামপ্রাপ্ত (আ) চীমিক শর্তাংশের “এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে
নথি (৫) এই আইন চাপ্যাক্ষর চাপ (৫) এই আইনের ধারা ১০ এর প্রতিস্থাপন— উক্ত চতুর্থ চাপ (৫)
করিতে হইবে” শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং

— (গ) চার্টেল ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

চতুর্থ ছন্দ (৪) চাপ্ত-৪৭ চাপ্ত নামসমূহ প্রযোজ্য ছাইছান ছাইছান (ক৪)*
 “(৭ক) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর,
 জ্যোতি প্রাচীন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন আবেদন
 নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং
 সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজাপন দ্বারা উক্ত ট্রাইব্যুনালের মামলার
 সংখ্যা, আঞ্চলিক এখতিয়ার ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে এই ধারার অধীন আবেদন

চতুর্থ পর্বে চাপ্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে” ১০০৬ + ৪৮

— চন্দ (১) চাপ্ত-৪৭

(ফ) উপ-ধারা (৮) এর দফা (ফ) এর উপ-দফা (আ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা
 মুক্ত ও জ্যোতি (আ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :— চতুর্থ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্র (ক)
 জ্যোতি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্র (ক)

“(আ) এবং দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালিক
 ক্ষেত্রে অঙ্গীকৃত ক্ষেত্রে (Temporary Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972
 ত্যাচীক নম্বর ধৰণে ধৰণ (P.O. No. 149 of 1972) অনুসারে বাংলাদেশের নৈতিক ও স্থায়ী
 বাসিন্দা কিনা তৎস্মকে সন্দৰ্ভে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে”

— ১১। ১০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন। — উক্ত আইনের ধারা ১১ এর

চতুর্থ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য “চতুর্থ প্রযোজ্য” প্রযোজ্য ক্ষেত্র (ক)
 (ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “আপীল ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পর বাবা বিশেষ আপীল
 “চালতে কাত্য ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; তাপীলিত ও (৮) চাপ্ত-৪৭ (৮)

“চতুর্থ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে”
 (খ) উপ-ধারা (৯) বিলুপ্ত হইবে।”।
 (৮) পঞ্চ (৮) চাপ্ত-৪৭ প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য (৮) পঞ্চ (৮) চাপ্ত-৪৭ (৮)

১২। ১০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন চতুর্থ প্রযোজ্য আইনের ধারা ১৩ এর

চতুর্থ প্রযোজ্য (ক) উপ-ধারা (১) এর “ট্রাইব্যুনালের শব্দগুলির পূর্বে ‘কমিটি’ ব্য” শব্দগুলি সন্নিবেশিত
 হইবে; এবং

চতুর্থ প্রযোজ্য (খ) উপ-ধারা (৩) এর “১০” সংখ্যাটির পূর্বে “জেলা জজ” সংখ্যা, কমা ও অক্ষর সন্নিবেশিত
 হইবে।

— ১৩। ১০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন। — উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর

চ চাপ্ত চাপ্ত তাপীলিত ও (৮) চাপ্ত প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য (ক)
 (ক) উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত “জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ” শব্দগুলির
 প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে
 পরিবর্তে “অতিরিক্ত জেলাজজ বা যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ”
 । চতুর্থ প্রযোজ্য প্রতিস্থাপিত হইবে; চ “চাপ্ত-৪৭ প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য প্রযোজ্য (৩) চাপ্ত-৪৭ (৮)

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“(৪ক) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর অধীন
ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক
অধিক্ষেত্র (Territorial Jurisdiction) নির্ধারণ করিয়া দিবে;
এবং

(গ) উপ-ধারা (৫) বিলুপ্ত হইবে।

১৪। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর
উপ-ধারা (৫) এর —

(ক) প্রথম শর্তাংশের “এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে,
যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে” শব্দগুলি ও কমা
বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) দ্বিতীয় শর্তাংশের “এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে
লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে
হইবে” শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।”।

১৫। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর—

(ক) উপাস্তটীকায় “স্থাপন ও উহার” শব্দগুলি ও অক্ষর বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “এক বা একাধিক” শব্দগুলির পূর্বে “প্রত্যেক জেলায়”
শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) এবং (৩)
প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রত্যেক জেলা সদরে উহার
কার্য্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(৩) সরকার জেলা জজ বা জেলা জজ পদমর্যাদার অন্য কোন বিচারককে আপীল
ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে।”;

১৬। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের “বা ধারা ৯গ এ উল্লিখিত কেন্দ্রীয় কমিটির রায় বা
সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা” শব্দগুলি, সংখ্যা ও অক্ষর বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের “বা কেন্দ্রীয় কমিটি” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৭। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনে সূতন ধারা ২০ক এর সংযোজন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নিম্নরূপ সূতন ধারা ২০ক সংযোজিত হইবে, যথা :—

“২০ক। বিশেষ আগীল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও এখতিয়ার।—(১) এই আইনের অধীন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ইতিমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার আগীল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সরকার ৭(সাত) টি বিভাগীয় সদরে কর্তৃত জেলা জজ বা জেলা জজ পদব্যাদার একাধিক বিচারকের সমন্বয়ে বিশেষ আগীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনালের রায় প্রদানকারী বিচারক সমন্বয়ে বিশেষ আগীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বিশেষ আগীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ধারা ২০ এ উল্লিখিত এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পরিবে।”।

১৮। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২১ এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ২১ বিলুপ্ত হইবে।

১৯। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবে :—

“২২। ট্রাইব্যুনাল, আগীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আগীল ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির কার্যপদ্ধতি।—(১) ট্রাইব্যুনাল, আগীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আগীল ট্রাইব্যুনাল এর সকল শুনানী প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার রায় প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল, আগীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আগীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, এবং এইরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৩) আগীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আগীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।”

২০। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃঃ—

“(১) একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে কোন আবেদন বা আপীল মণ্ডল বা নামঙ্গল করার ক্ষেত্রে কমিটি, ট্রাইবুনাল, আপীল ট্রাইবুনাল বা ক্ষেত্রমত বিশেষ আপীল ট্রাইবুনাল উল্লিখিত বিষয়ে, সঠিকতা ও যথাযথতা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত বা ক্ষেত্রমত রায় প্রদান করিবে।”;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “ট্রাইবুনাল বা আপীল ট্রাইবুনালে” শব্দগুলির পরিবর্তে “কমিটি, ট্রাইবুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইবুনালে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এর “আবেদন বা ধারা” শব্দগুলির পরিবর্তে “আবেদন, ধারা ৯থে, ধারা ৯গ বা ধারা ১৮ এর অধীনে” শব্দগুলি, কমাণ্ডলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২১। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ চারবার উল্লিখিত “আপীল ট্রাইবুনাল” শব্দগুলির পর সকল স্থানে “বা বিশেষ আপীল ট্রাইবুনাল” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৫—

(ক) এর উপস্থিতিকায় “ও আপীল ট্রাইবুনালের” শব্দগুলির পরিবর্তে “আপীল ট্রাইবুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইবুনাল” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) এ উল্লিখিত “বা ট্রাইবুনাল বা আপীল ট্রাইবুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে “ট্রাইবুনাল, আপীল ট্রাইবুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইবুনাল” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

২৩। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এ উল্লিখিত “এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে,” শব্দগুলি, সংখ্যা, বক্ষনী এবং কমা বিলুপ্ত হইবে।

২৪। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এ উল্লিখিত “ট্রাইবুনাল বা আপীল ট্রাইবুনাল বা জেলা কমিটি” শব্দগুলির পরিবর্তে “ট্রাইবুনাল, আপীল ট্রাইবুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইবুনাল, জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি” শব্দগুলি ও কমাণ্ডলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৫। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ তিনবার উল্লিখিত “জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনালে বা আপীল ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলি ও কমাণ্ডলির পরিবর্তে সকল স্থানে “জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর” শব্দগুলি ও কমাণ্ডলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। রাহিতকরণ।—এতদ্বারা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩নং অধ্যাদেশ) রাহিত করা হইল।

তীব্র চরণ রায়
অতিরিক্ত সচিব।

বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যর্পণ (সংশোধন) এবং কেন্দ্রীয়
কমিটি এবং বিভাগীয় কমিটি এবং আপীল ট্রাইব্যুনালের জন্য প্রতিস্থাপিত
করণের স্বত্ত্ব প্রদান করে আছে।

বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যর্পণ (সংশোধন) এবং কেন্দ্রীয়
কমিটি এবং বিভাগীয় কমিটি এবং আপীল ট্রাইব্যুনালের জন্য প্রতিস্থাপিত
করণের স্বত্ত্ব প্রদান করে আছে।

বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যর্পণ (সংশোধন) এবং আইন প্রকাশন করে আছে।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd